*Journal of Cultural Research Studies, Vol-2 Issue-1(2023), p62-73. (***ISSN 2583-6137)**
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Journal.

পর্যবসানবাদ অতিক্রমণ পূর্বক অ-দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা

প্রত্যুষা ঘোষ
গবেষক, সিধো-কানো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়
Email: dataforpratyusha@gmail.com

সারসংক্ষেপঃ দ্বৈতবাদ বলতো বোঝায় দ্বিতত্ত্ব মতবাদ, যে মতবাদে দুটি তত্ত্ব স্বীকৃত। একটি হল শরীর, অন্যটি হল আত্মা বা মন। দৈতবাদের সমর্থকগণ হলেন- প্লেটো, ডেকার্ত, স্পিনোজা প্রমুখ। কয়েকটি বিখ্যাত দ্বিতত্ত্ব মতবাদ হল- রেনে ডেকার্তের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াবাদ, স্পিনোজার সমান্তরালবাদ, প্রভৃতি। রেনে ডেকার্তের দ্বৈতবাদকে স্বীকার করতে হলে যেমন দেহ ও মন এই দুই তত্ত্বকে মানতে হয়, তেমনি আবার দেহ ও মনের সম্বন্ধরূপ তৃতীয় তত্ত্বকেও স্বীকার করতে হয়। অর্থাৎ, দ্বৈতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দুইয়ের অধিক তত্ত্ব স্বীকার করা আবশ্যক। এছাড়া আরও নানা সমস্যা উত্থাপিত হয়। এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য দ্বৈতবাদের অবসান ঘটিয়ে এই আলোচনায় অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। অপর্যবসানবাদ একধরনের অদ্বৈতবাদ। সেক্ষেত্রে দেহকে মনে বা মনকে দেহতে পর্যবসানের কথা বলা হয়। তবে দ্বৈতবাদীগণ স্বয়ং পর্যবসানবাদের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাই উক্ত দুই মতবাদের বিরোধী মতবাদরূপে অ-পর্যবসানবাদকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে। অপর্যবসানবাদ প্রতিষ্ঠার্থে এখানে মূলত P.F.Strawson-এর মতবাদকে গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁকে অনুসরণ করে বলা যায়, 'person' হল এমন এক সত্ত্বা, যেখানে দেহজ গুণ ও চেতন গুণ উভয়ই আরোপ করা যায়। সেক্ষেত্রে 'person' হল উদ্দেশ্য এবং দেহজ ও চেতন গুণ হল বিধেয়। অতএব, উক্ত আলোচনায় দেহ ও মন দুটি ভিন্ন তত্ত্বরূপে স্বীকার করে দ্বৈতবাদকে স্বীকার করা হয়নি। দেহকে মনের ও মনকে দেহের অন্তর্ভুক্ত করে পর্যবসানবাদকেও প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। বরং এমন এক তত্ত্ব এখানে আলোচনা করা হয়েছে যা পর্যবসানবাদকে অতিক্রম করে অদ্বৈতবাদকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

শব্দ সূচকঃ দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, পর্যবসানবাদ, অপর্যবসানবাদ, দেহ ও মন, person.

ভূমিকা- দ্বৈতবাদ (Dualism) কথার অর্থ হল দ্বিতত্ত্ব মতবাদ, যেখানে দুটি তত্ত্ব স্বীকৃত। এই মতবাদ অনুসারে বলা যায়- (1) প্রধানত দুটি তত্ত্ব আছে, (2) এই তত্ত্ব দুটি পরস্পর নিরপেক্ষ। দ্বৈতবাদ অনুসারে দর্শনে যে দুটি তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে তা হল দেহ বা শরীর (Body) ও আত্মা বা মন (Soul/Mind)। দ্বৈতবাদীগণ মনে করেন দেহকে কখনও মনে ও মনকে কখনও দেহে পর্যবসিত করা যায় না, তাই এই মতবাদ অ-পর্যবসানবাদ (Non-reductionism) এর অন্তর্ভুক্ত। দ্বৈতবাদের

সমর্থকরূপে আমরা যেসকল দার্শনিকদের কথা জানতে পারি তাঁরা হলেন- প্লেটো, রেনে ডেকার্ত, স্পিনোজা প্রমুখ। দ্বৈতবাদ পর্যবসানবাদের তীব্র বিরোধিতা করে। পর্যবসানবাদ (Reductionism) দুইধরনের হতে পারে- (1) যে মতবাদ অনুসারে মনকে দেহতে পর্যবসিত করা যায়, তা হল Physicalism এবং (2) যে মতবাদ অনুসারে দেহকে মনে পর্যবসিত করা যায়, তা হল Mentalism। উক্ত এই দুই প্রকার পর্যবসানবাদের বিরোধী মতবাদ হল অ-পর্যবসানবাদ। দ্বৈতবাদীগণ যে কেবল পর্যবসানবাদেরই বিরোধিতা করেছেন এমন নয় বরং তাঁরা এও বলেন যে, উভয়ের স্বরূপ সম্পূর্ণ পৃথক হওয়ায় তারা কখনও একে অপরের সাপেক্ষ হতে পারে না, তারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। এমনকি উভয়ের এক আধারও স্বীকৃত নয়। এই দুই তত্ত্বের মাঝে তাঁরা স্পষ্ট বিভেদ করেন। তবে এই বিভেদ কতখানি গ্রহণযোগ্য তা বিচার্য।

দ্বৈতবাদ বিষয়ে পাশ্চাত্য দর্শনে নানা দার্শনিকের নানা মত পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দর্শনে প্রথম যে দার্শনিক দেহ ও মনের বা আত্মার মধ্যে পার্থক্য করেন এবং দ্বৈতবাদের সূচনা করেন তিনি হলেন প্লেটো। তাঁর মতে আত্মা হল দেহহীন অধ্যাত্ম বস্তু এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই জড় দেহ ও আত্মার সমাহার।

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ- আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক রেনে ডেকার্তের মতে দেহ ও মন দুটি ভিন্ন দ্রব্য। দেহ হল জড় দ্রব্য, যার স্বরূপ হল বিস্তার। আর মন হল চেতন দ্রব্য, যার স্বরূপ হল চেতনা। শুধু তাই নয়, দেহের বিনাশ সম্ভব হলেও মন অবিনশ্বর এবং দেহ বিভাজ্য আর মন অবিভাজ্য। (সামন্ত, 2009, পৃঃ ১১১) রেনে ডেকার্তের মতে, দেহ ও মন হল ভিন্ন ধর্মী এবং পরস্পর নিরপেক্ষ হলেও অস্তিত্বের জন্য একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এক নিবিড় সম্পর্ক আছে। তাঁর মতবাদ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ নামে খ্যাত। এছাড়াও ডেকার্ত বলেছেন, মন বা আত্মা সমগ্র দেহের সাথেই যুক্ত, তবে মস্তিষ্কের গভীরে 'পিনিয়েল গ্রন্থি' (Pineal Gland)- তে তাদের ঐক্য ঘটে আবার দেহের বিনাশ হলে আত্মা দেহ থেকে নিজেকে পৃথক করে নেয়। এই বিষয়টিকে নিম্নে বিশ্লেশণ করে বোঝানো হল- যখন আমরা আমাদের মন-এর কথা বলি তখন বুঝি

যে তা চিন্তনশীল সত্তা। আর আমরা আমাদের মন বা আত্মার বিভিন্ন অংশের প্রভেদ করতে পারিনা, বরং নিজেদের সম্পূর্ণ এক এবং অখণ্ডসত্তা বলে বুঝতে পারি। যদিও সমগ্র মন সমগ্র দেহের সাথে যুক্ত বলে মনে হয়। তবুও দেহের কোনো অংশকে যদি দেহ থেকে বাদ দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের মন থেকে কোনো কিছুকে সরিয়ে নেওয়া হয়নি। আমাদের দেহের স্নায়ুতন্ত্রগুলি দৈহিক শক্তির মাধ্যমে দেহের খবর পিনিয়েল গ্রন্থিতে পৌঁছে দেয়, তার দ্বারা মানসিক ক্রিয়াগুলি প্রভাবিত হয়। এইভাবেই মনও শক্তিগুলিকে পিনিয়েল গ্রন্থির মাধ্যমে পেশীগুলিতে পরিবাহিত করে দেহকে ক্রিয়াশীল করে তোলে। এভাবে রেনে ডেকার্ত তাঁর দর্শনে দেহ ও মনের সম্পর্ককে বা ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বিষয়টিকে একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন- অশ্বারোহী অশ্বকে নিজের শক্তিতে চালনা করেন, সেভাবেই মন দৈহিক গতিকে চালনা করে।

রেনে ডেকার্তের দ্বৈতবাদকে অনুসরণ করে কিভাবে প্রত্যক্ষ ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তা আলোচনা করা হল-

প্রথমত, বাহ্যবস্তু প্রত্যক্ষকর্তার দেহে উত্তেজনা সৃষ্টি করে বা ইন্দ্রিয়কে প্রভাবিত করে।

দ্বিতীয়ত, দৈহিক প্রভাবে স্নায়ুতন্ত্রে অবস্থানকারী সূক্ষ্ম জৈব শক্তিগুলি গতিলাভ করে আর মস্তিষ্কে অবস্থিত পিনিয়েল গ্রন্থি তথা মনের আবাসস্থলে এসে পৌঁছায়।

তৃতীয়ত, দৈহিক ক্রিয়ার একটি ছাপ থেকে যায় পিনিয়েল গ্রন্থিতে যাকে চেতনার উৎসের উপলক্ষ্য হিসাবে গণ্য করা যায়।

সমস্যা- রেনে ডেকার্তের এরূপ দ্বৈতবাদী মতে নানারকম সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হল- তিনি দেহ ও মনের স্বরূপ ভিন্ন হওয়ার কারণে তাদের ভিন্ন দ্রব্য বলেছেন। কিন্তু একই দ্রব্যে দুটি ধর্ম থাকতেই পারে সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয়না। একটা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে এভাবে বোঝানো যায়- ‘ক’, ‘খ’, ও ‘গ’ তিনজন ব্যক্তি আছেন। ‘ক’ ব্যক্তি হলেন ‘খ’ ব্যক্তির গুরু অর্থাৎ ‘খ’ ব্যক্তি হলেন ‘ক’ ব্যক্তির শিষ্য। আবার ‘খ’ ব্যক্তি হলেন ‘গ’ ব্যক্তির গুরু অর্থাৎ ‘গ’ ব্যক্তি হলেন ‘খ’

ব্যক্তির শিষ্য। এক্ষেত্রে 'খ' ব্যক্তি একদিকে গুরু এবং অন্যদিকে শিষ্য উভয়ই। অতএব একই দ্রব্যে দুটি ধর্ম থাকাতে কোনো সমস্যা নেই।

রেনে ডেকার্ত দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সেক্ষেত্রে দেহ ও মনের কথা বলেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেহ, মন এবং দেহ-মনের সম্বন্ধ দেখাতে গিয়ে দ্বৈতবাদ ত্রিত্ববাদে রূপান্তরিত হয়েছে। অতএব এখানে যা বলতে চেয়েছেন তার অধিক বোঝাচ্ছে। এছাড়া তিনি দেহ ও মনের মিলনস্থল রূপে পিনিয়েল গ্রন্থিকে চিহ্নিত করেছেন। এক্ষেত্রে অন্য কোনো স্থানকে কেন দেহ-মনের মিলনস্থল রূপে চিহ্নিত করা হয়নি? শুধু তাই নয় তিনি স্মৃতির ক্ষেত্রে আবার ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। "The memory appears to be more physical than mental and he conjectures it to be diffused through the whole brain."(Masih, 2017, p. 50)

দেহ ও মন দুটিই বাস্তব কিন্তু এদের বিভাগটি কৃত্রিম। কারণ আমরা নিজেদের কেবল মন বা কেবল দেহ হিসাবে দেখিনা সর্বদাই দেহধারী আত্মিক সত্তা অথবা আত্মাবিশিষ্ট দেহরূপে জানি। কিন্তু এই দ্বৈতবাদ দেহের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত ভাবে চেতনাকে প্রমান করার চেষ্টা করে। এভাবে দেহ ও মনের সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। তাঁর কাছে দেহ চেতন নয় আর মন বিস্তৃতযুক্ত নয়। এইরূপ কাল্পনিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

রাইল দ্বৈতবাদকে ব্যঙ্গ করে 'Theory of ghost in the machine' বলেছেন। দেহ হল 'যন্ত্র' আর মন (কার্টিশিয়ান মতে অপরের মন) হল 'ভুত'। তাঁর মতে একটা শ্রেণীর বস্তুকে অন্য শ্রেণীর সাথে মিশিয়ে ফেলায় চিন্তার ক্ষেত্রে এক দোষ হয়, তা হল শ্রেণীগত দোষ (Category Mistake)। ডেকার্ত দেহ ও মন দুটি ভিন্ন শ্রেণীর বিষয়কে একে অপরের কারণরূপে বিবেচনা করায় উক্ত দোষ হয়েছে।

রেনে ডেকার্ত ভালবাসা, রাগ, ঘৃণা, ভয় প্রভৃতি আবেগমূলক ক্রিয়াকে চিন্তার প্রকার বলেছেন। চিন্তার প্রকার হলে তা সম্পূর্ণরূপে মানসিক হাওয়া উচিত। কিন্তু আবেগের দৈহিক

প্রতিক্রিয়া থাকায় তা প্রকৃতপক্ষে কি সে বিষয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পূর্বে ডেকার্ত যে অশ্ব ও অশ্বারোহীর উদাহরণ দিয়েছেন তা যথার্থ নয়। কারণ, অশ্ব ও অশ্বারোহী উভয়ই দেহের প্রতীক, যা বাহ্য জগতে দৃশ্যমান। কিন্তু দেহ ও মন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাদের একটি (দেহ) বাহ্য জগতে দৃশ্যমান এবং অন্যটি (মন) বাহ্য জগতে দৃশ্যমান নয়। তাই এরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না।

অতএব, উক্ত যুক্তিগুলির দ্বারা দ্বৈতবাদের তথা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের সমস্যাগুলি তুলে ধরা হল। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ ছাড়াও অন্যান্য দ্বৈতবাদী মত যেগুলির আলোচনাও এক্ষেত্রে প্রয়োজন সেগুলি কতখানি গ্রহনযোগ্য তা বিচার করা আবশ্যক।

সমান্তরালবাদ- রেনে ডেকার্তের পরে আমরা দ্বৈতবাদের সমর্থক হিসাবে যে দার্শনিকের মতবাদ পাই তিনি হলেন স্পিনোজা। স্পিনোজার দ্বৈতবাদ সমান্তরালবাদ নামে খ্যাত। এই মতবাদ অনুসারে, আমাদের প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার অনুরূপ একটি দৈহিক ক্রিয়া আছে। দেহ ও মনের মধ্যে কোনো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক নেই, তারা পাশাপাশি থাকলেও সমান্তরাল সরলরেখার মত কখনও মিলিত হয় না। কোনো মানসিক পরিবর্তন ও শারীরিক পরিবর্তনের মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই, তারা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। এই মতবাদেও কিছু সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। তা হল- দেহ যদি মনের মত কাজ করে তবে সেক্ষেত্রে মন নিষ্প্রয়োজন। দেহেই আমাদের সুখ, দুঃখ অনুভূত হতে পারে। তবে মনকে স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাস্তবে আমরা এর বিপরীতটা লক্ষ্য করি। অর্থাৎ সুখ, দুঃখ কখনওই দেহ দ্বারা অনুভূত হতে পারে না।

এছাড়াও ডেকার্তের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের ত্রুটির সংশোধনের জন্য Geulinex ও Malebranche দেহ-মন সম্বন্ধ বিষয়ে উপলক্ষ্যবাদ (সরকার, ২০১৫, পৃঃ- ২২৬) গঠন করেন। এই মতানুসারে, দেহ ও মনের মধ্যে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ নেই। তবে ঈশ্বর প্রত্যেক ক্ষেত্রে বা প্রত্যেকটি উপলক্ষ্যে দৈহিক এবং মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেন। কিন্তু এই মতবাদও গ্রহনযোগ্য নয়।

পূর্বপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাবাদ- আবার ডেকার্তের দ্বৈতবাদের সমাধানের জন্য যে উপলক্ষ্যবাদের উত্থাপন করা হয়েছে তা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় সেই সমস্যা সমাধানার্থে পূর্বতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাবাদ প্রচার করেন লাইবনিজ। তিনি মনে করেন, ঈশ্বর প্রত্যেকক্ষণে দেহ ও মনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করবেন- এমনটা অসম্ভব। বরং সৃষ্টির প্রথম ক্ষণেই ঈশ্বর এমনভাবে দেহ ও মনের সংগতি সাধন করেছেন যাতে সর্বদা দেহ ও মনের ক্রিয়াগুলি সুশৃঙ্খলভাবে সংঘটিত হয়- এই মতও যথার্থ নয়।

আপত্তি- এছাড়া দ্বৈতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আরও যে সমস্ত মতবাদ আমরা দেখতে পাই সেগুলি হল Epi-phenomenalism, Elemental property dualism, Bundle dualism প্রভৃতি। তবে কোনো মতবাদই সম্পূর্ণরূপে সন্তোষজনক নয়। অনেক দার্শনিকের মতে দ্বৈতবাদী মতবাদগুলির ভাষাগত পার্থক্য নেই। তবে যে সকল দার্শনিক দ্বৈতবাদকে স্বীকার করেছেন তাঁদের দ্বৈতবাদকে স্বীকার করার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কিছু সাধারণ যুক্তি আছে। কিন্তু সেই যুক্তি কতখানি গ্রহনযোগ্য তা আলোচনা করা আবশ্যক।

I. দ্বৈতবাদের স্বীকারের কারণরূপে ধর্মীয় বিশ্বাসের ভূমিকা অগ্রগণ্য। কারণ, ধর্মীয় শাস্ত্রগুলি থেকে আমরা জানতে পারি যে- আত্মা নিত্য, অমর, অবিনশ্বর। আর দেহ বিনাশী। দেহের বিনাশ হলেও আত্মার বিনাশ হয়না। বরং আত্মা আবার পুনরায় দেহ ধারণ করে। এই যুক্তিটিকে বলা হয় Argument of Religion।

ধর্মীয় যুক্তির দ্বারা বৈজ্ঞানিক সকল প্রশ্নের সমাধান সর্বদা যথার্থ হয় না। যেমন- পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য চারিদিকে ঘোরে তা ধর্ম দ্বারা সমর্থিত নয়। অতএব, দ্বৈতবাদের সমর্থনে ধর্মীয় যুক্তি কতখানি গ্রহণযোগ্য তা প্রশ্নের সম্মুখীন।

II. আমরা যেমন আমাদের ভৌতধর্ম অর্থাৎ মোটা রোগা, লম্বা খাটো প্রভৃতি উপলব্ধি করি তেমনি আন্তর ধর্মগুলোও উপলব্ধি করি, যেমন- সুখ, দুঃখ ইত্যাদি। এর থেকে মনে হতে পারে ভৌতধর্ম ও আন্তর বা মানসিক ধর্মের আধার ভিন্ন। অতএব এখানে আপাতদৃষ্টিতে দ্বৈতবাদ স্বীকার করা হয়েছে। এখানে

বলা প্রয়োজন একই বিষয়ে দুটি ধর্ম থাকায় কোনো বিরোধ নেই। অর্থাৎ একই উদ্দেশ্যে দু'ধরনের ধর্ম তথা চেতনা এবং বিস্তার আরোপ করা যায়। তাই এই উক্তিটিও সমালোচিত হয়েছে।

উক্ত আপত্তি অনুসরণ করে যদি অগ্রসর হই সেক্ষেত্রে দুটি প্রশ্নের উত্থাপন হয়। সেই প্রশ্ন দুটি হল-

1. আমরা আমাদের মানসিক অবস্থার জন্য কোনো আধার কেন মানব?
2. আর, আমরা আমাদের মানসিক ধর্মগুলির আধাররূপে যদি কিছু জানি, তবে তাকেই কি দৈহিক ধর্মগুলোরও আধাররূপে মানব? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে, No Ownership Theorist-দের অনুসরণ করে বলা যায়, আমাদের মানসিক অবস্থার বা চেতন অবস্থার অধিকারী মানার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে, Radical Theorist (যেমন- রেনে ডেকার্ত)-দের অনুসরণ করে বলা যায়, যে বিষয়ে চেতন ধর্ম আরোপিত হয় তা ভৌত বস্তু থেকে এত ভিন্ন যে তাতে ভৌতধর্মের আরোপ করা যায় না। আর, এই ক্ষেত্রে No Ownership Theorist-দের মত হল আমি রোগা, আমি মোটা, আমি সুখী, আমি দুঃখী এগুলো সবই ভাষাগত ভ্রম।

No Ownership Theorist- আমরা বাস্তবে দেখতে পাই যে, আমাদের কোনো অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যেই ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, সেই ব্যক্তির দেহের বিশেষ ভূমিকা আছে। তাই আমাদের আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, দেহই চেতনার আধার। কিন্তু, No Ownership Theorist-রা বলেছেন এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। কারণ, দেহের সাথে আমাদের অভিজ্ঞতার কারণিক ভূমিকা আছে অর্থাৎ তা আবশ্যিক নয় আপতিক। বিষয়টিকে নিম্নে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়—

All my experiences Owned by Body M.

Owned by Body M বলতে বোঝানো হয়েছে Caused by Body M. অর্থাৎ,

All my experiences Caused by Body M.

Caused বলতে বোঝানো হয়েছে contingently dependent on Body M. অর্থাৎ

All my experiences contingently dependent on Body M.

All my experiences বলতে বোঝানো হয়েছে All my experiences contingently dependent on Body M.

All my experiences contingently dependent on Body M are contingently dependent on Body M.

এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি, আমরা শুরু করেছিলাম contingent proposition বা আপতিক বচন দিয়ে। কিন্তু অবশেষে আমরা পৌঁছালাম necessary proposition বা আবশ্যিক বচনে। অতএব, এখানে স্ববিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

No Ownership Theorist-দের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেনা। অর্থাৎ আমাদের চেতন অবস্থার জন্য কোনো আধার মানার প্রয়োজন নেই—একথা গ্রহণযোগ্য হল না। তবে তাঁদের যুক্তির যে অংশটি গ্রহণযোগ্য হল, সেটি হল আমাদের চেতনার সাথে দেহের কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু, আধার-আধেয় রূপ কোনো সম্বন্ধ নেই। অর্থাৎ আমাদের দেহ চেতন অবস্থার আধার নয়।

Strawson- এই প্রসঙ্গে P. F. Strawson দেখিয়েছেন যে, No Ownership Theorist-দের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে তিনি অসমর্থ কিন্তু তাঁদের তত্ত্বের কিছু বিষয়কে গ্রহণ করে তিনি নিজ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন, সেগুলি হল—

- যদি আমাদের কোন একটি পদার্থকে চেতন অবস্থায় অধিকারী-রূপে মানতে হয় তাহলে transferable হলে চলবেনা অর্থাৎ non-transferable হতে হবে।
- দেহকে চেতন অবস্থার অধিকারী বলা যাবেনা। কারণ আমাদের চেতন অবস্থাগুলি দেহের উপর আপতিকভাবে এবং কারণগতভাবে নির্ভরশীল তাই দেহকে চেতন অবস্থার অধিকারী বলা যায় না।

এখন P. F. Strawson-কে অনুসরণ করে আমরা উত্থাপিত দুটি প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করব। অর্থাৎ আমাদের চেতন অবস্থার কোনো আধার মানার প্রয়োজনীয়তা আছে কী? আর আমাদের চেতন অবস্থা ও দৈহিক ধর্ম উভয়ের আধার এক হতে পারে কী?

P. F. Strawson মনে করেন, আমরা নিজেদের ক্ষেত্রে যা আরোপ করি তা অন্যের ক্ষেত্রেও আরোপ করতে পারি। অর্থাৎ আমাদের নিজের ক্ষেত্রে আরোপ করা বিষয় শর্তসাপেক্ষ। এখন প্রশ্ন হতে পারে আরোপ বলতে কি বোঝায়? আমি আরোপ করছি তখন বলি 'I am having a perception'- এরকম বলে আমরা অন্য কাউকে বোঝানোর চেষ্টা করি। যখন আমি কিছু বলি তখন তা এমনভাবেই বলি যাতে তা অন্যের কাছে বোধগম্য হয়। তবে সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয় বলা নিরর্থক, এমন বিষয়ই বলব যেটা আমিও বুঝি আবার অন্য ব্যক্তিও বোঝে। সেটা Inter Subjective হবে Subjective নয়। যখন আমি কোনো ব্যক্তিকে কোনো বিষয় বা অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলি তখন যাঁর সম্পর্কে বলছি তিনি হলেন তৃতীয় ব্যক্তি। তাঁর ক্ষেত্রে কোনোকিছু আরোপ করা যায়। অর্থাৎ, যা আরোপ করব তা সর্বদা তৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ (3^{rd} person perspective) থেকে দেখতে হবে। আর অন্যের ক্ষেত্রে যা আরোপ করতে পারি তা নিজের ক্ষেত্রেও আরোপ করতে পারি। আরোপ করার বিষয় এমন হয় যা বাহ্যিক দিক থেকে প্রকাশ পায়। একটি উদাহরণের সাহায্যে এভাবে বিষয়টি বোঝানো যায়- 'মন খারাপ'- এটা বাহ্যিক প্রকাশ নয়। তাই এটা বললে অন্য ব্যক্তি বুঝবে না। কাজেই তা আরোপ করা যায় না। চোখে জল আসছে- এটা হল বাহ্যিক প্রকাশ। তাই এমন বললে অন্য ব্যক্তি তা বুঝবে, কাজেই তা আরোপও করা যায়। অতএব, যা আরোপ করব তার অবশ্যই বাহ্যিক প্রকাশ থাকতে হবে। নয়তো তা কখনই আরোপ করা যাবে না।

আমি নিজের ক্ষেত্রে 'pain' (ব্যথা/যন্ত্রণা) বললে যা ভাবি অন্যের ক্ষেত্রে 'pain' বললেও তাই ভাববো। দু'জনের ক্ষেত্রে ভিন্ন অর্থ আরোপ করা যায়না। এক্ষেত্রে এরূপ আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, আমি নিজের ক্ষেত্রে 'in pain' এরূপ শব্দবন্ধ আরোপ করব কিনা তা আমি নিজেই বুঝতে পারব, অর্থাৎ তা স্বপ্রযুক্ত হবে। কিন্তু অপরের ক্ষেত্রে তা আরোপ করবো কিনা তা আমি নিজেই বুঝতে পারব না, তা আমায় অন্য কিছুর দ্বারা প্রমাণ করে বুঝতে হবে অর্থাৎ তা স্বপ্রযুক্ত নয়। অতএব দুটো বিষয় আলাদা তাই সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তাহলে বলতে হবে, আমি নিজের ক্ষেত্রে

আরোপ করিনা অপরের ক্ষেত্রে আরোপ করি, তা প্রমাণ সাপেক্ষ। এই আপত্তির উত্তরে বলা যায়, যখন আমি অন্যকে আমার অবস্থা বোঝাতে চাই তখন আমি নিজের উপর কিছু আরোপ করি, সেই আরোপ করাটা অর্থপূর্ণ হয়। আর যখন আমি কিছু আরোপ করছি, সেটা যার উপর করছি তাঁকে নির্দিষ্ট করার দরকার হয়। কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে আমরা তা করিনা। একটা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টাকে এভাবে বোঝানো যায়- ঘরের বাইরে থেকে গোঙানি শুনে ভাবলাম ঘরের ভিতরে কারুর কষ্ট হচ্ছে। আমি এক্ষেত্রে প্রথম পুরুষের দৃষ্টিকোণ (1^{st} person perspective) থেকে দেখলাম।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, কি ধরণের অবস্থা আমরা আরোপ করতে পারি? তার উত্তরে যদি বলা হয় সংবেদনের অবস্থা আরোপ করতে পারি তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আমার যে মানসিক অবস্থা তা অন্যকিছুর উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু ডেকার্তের মতাবলম্বীরা বলবেন অভিজ্ঞতাগুলো তার, যার দেহের সাথে কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে আর আমার অভিজ্ঞতাগুলো আমার দেহের সাথে কার্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত।

এক্ষেত্রে P. F. Strawson এক নতুন ধারণার উদ্ভব করলেন, তা হল- দেহজ ও চেতন ধর্ম উভয়ই আরোপ করা যায়। অর্থাৎ ব্যক্তির ধারণা আমাদের আছে। 'Person' বলতে আমরা এমন এক সত্তাকে বুঝি যাতে সত্তার দেহজগুণ বাচক বিধেয় আর অন্তর্জগুণ বাচক বিধেয় একইভাবে থাকে। অর্থাৎ এমন একটা ধারণা যে ধারণায় দুই গুণ বাচক বিধেয় আরোপ করা যায়। এরপর উনি বলেছেন 'person'-এর ধারণা হল মৌলিক ধারণা। কারণ তাকে মন, দেহ, দেহ-মন কারো অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। আবার উনি বলেছেন চেতন অবস্থাকে আরোপ করার একটা আবশ্যিক শর্ত আছে। সেই শর্ত হল- আমরা সেই বস্তুতেই মানসিক অবস্থা আরোপ করতে পারি যে পদার্থে ভৌত অবস্থা আরোপ করা সম্ভব। তিনি 'person' সম্পর্কে বলেছেন- যদি মনে করা হয় person দুটো উদ্দেশ্যের যৌগ সত্তা, একটাতে ভৌত অবস্থা ও অন্যটাতে চেতন অবস্থা আরোপ করি। তাহলে একটা subject ও অন্যটা non-subject হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আমরা পুনরায় mind body dualism (দেহ মন দ্বিতত্ত্ব মতবাদ) বা কার্টেশিয়ান সংশয়ে পৌঁছে যাব। এখানে তাহলে বলা হবে,

একটা material subject ও অন্যটা immaterial subject আছে। কিন্তু এমনটা বলা যায় না বলে P. F. Strawson মনে করেছেন। কারণ তার দ্বারা তাহলে আমরা আর 'person'-কে বুঝতে পারব না। তিনি দেহ ও চেতনা উভয়ের অস্তিত্ব একসাথে কল্পনা করার কথা বলেন। আমরা এমন কোনো পদার্থের অস্তিত্ব ভাবতে পারিনা যার শুধুমাত্র চেতন বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। আমরা যদি ধরেও নিই Ego আছে, তাতে গুণ আরোপ করতে পারি। সেক্ষেত্রেও দেহকে মানতে হবে। কারণ, আরোপ নিজের ক্ষেত্রে বা অন্যের ক্ষেত্রে করা যায়। সেক্ষেত্রে আমি বা অন্য ব্যক্তিকে এমন কিছু মানতে হবে যাতে আরোপ করা সম্ভব। আর যখন person-কে যৌক্তিকভাবে মৌলিক বলা হচ্ছে তখন বলা হচ্ছে কিছু শর্তের উপর নির্ভর করে একজন ব্যক্তি নিজের ক্ষেত্রে চেতন অবস্থা আরোপ করেন। আর সেই শর্ত হল ওই চেতন অবস্থা অন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রেও আরোপ করা যাবে। যার উপর চেতন অবস্থা আরোপ করছি সেই ব্যক্তি যৌক্তিক দিক থেকে আমারই মত একজন। আবার অন্যদিক থেকে, আমার চেতন অবস্থাগুলির মত সেগুলি আমি অপরকে আরোপ করছি। অর্থাৎ সেই সমস্ত বিধেয়র উদ্দেশ্য আমি হতে পারি, যে বিধেয়ের সাথে উদ্দেশ্য অন্যরা হতে পারে। আর এই আরোপ তখন সম্ভব যখন ব্যক্তি বিশেষ ধরণের হবে অর্থাৎ দেহজ ও চেতন গুণ আরোপ করা যাবে।

অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, দেহজ গুণ ও চেতন গুণের আধার রূপে দুটি ভিন্ন দ্রব্য দ্বৈতবাদের সূচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। 'Person' এমন এক মৌলিক সত্তা যাতে দেহজ ও চেতন গুণ উভয়ই আরোপ করা যায়। অর্থাৎ 'person' হল উদ্দেশ্য এবং দেহজ ও চেতন গুণ হল বিধেয়।

উক্ত আলোচনার দ্বারা দেহ-মন সম্বন্ধ বিষয়ে অপর্যবসানবাদ তথা non-reductionism-কেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তবে তা দ্বৈতবাদ দ্বারা নয়, অ-দ্বৈতবাদ দ্বারা।

তথ্যসূচি

Gibson, H. B. (1932). *The Philosophy of Descartes.* London, Methuen

Masih, Y. (2017). *The Critical History of Modern Philosophy.* Kolkata, Motilal Banarsidass

Ryle, G. (1949). *The Concept of Mind.* London, Hutchinson

Smith, N. K. (1952). *Descartes' Philosophical Writings.* London, Macmillan

Strawson, P. F. (1959). *Individuals (Person)* http://wab.uib.no/agora/tools/alws/collection-2-issue-1-article-16.annotale. (Retrieved on 17/10/2019 at 1:00 p.m.)

Veitch, J. (1901). *Descartes Meditations VI.* New York, Tudor

সরকার, স. (২০১৫), *পাশ্চাত্যদর্শন সমীক্ষা*, কলকাতা, প্রগতিশীল প্রকাশক

সামন্ত, স. (২০০৯), *ডেকার্তের মেডিটেশানস্*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ পর্ষৎ